রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ কর। ৫ marks

রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনকে অনেক সময় সমার্থক বলে গণ্য করা হয় । সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের কাছে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দৃষ্টবাদের আবির্ভাবের পরে রাষ্ট্র তত্ত্ব এবং রাষ্ট্র দর্শনের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা শুরু হয়। অগাস্ট কোঁৎ রাজনৈতিক আলোচনায় অভিজ্ঞতাবাদ তথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় থেকে এই পার্থক্য নিরূপণের ধারাটি শুরু হয়। দৃষ্টবাদের সমর্থকরা বাস্তব তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আচরণবাদের উত্থানের সাথে রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ বিষয়টি আরো জোরালো হয়। তাদের আলোচনাকে মূল্যমান নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রতত্ত্বে আদর্শের ধারণাটিকে বর্জন করার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্র দর্শনের মধ্যে যে পার্থক্য গুলি নিরূপণ করা হয়েছে সেগুলি হল-

১. **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য** - রাজনৈতিক দর্শনের উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন সাধারণ তত্ত্ব গড়ে তোলা অপরদিকে রাজনৈতিক তত্ত্বে কল্পনার কোনো স্থান নেই। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার কাজটি সহজ ও নির্ভুল করার চেষ্টা হয়।  
২. **বিষয়বস্তুগত পার্থক্য** - রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে বাস্তব ঘটনা বা বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে অপরদিকে রাজনৈতিক দর্শনে একটি লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছনর উপায় সম্পর্কে পদ্ধতি স্থির করা হয়। রাজনৈতিক দার্শনিকদের মূল বক্তব্য হল একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই বর্তমান জগতের সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হবে।

৩. **পদ্ধতিগত পার্থক্য**- রাজনৈতিক তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিন্তু রাজনৈতিক দার্শনিক অগ্রসর হন পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে। আদর্শ ধর্ম সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করার আগেই অনেক সময় এটা মেনে নেওয়া হয় যে যোগ্যতা ও দক্ষতার বিচারে সকল মানুষ সমান নয়।

৪. **পরিধিগত পার্থক্য** - বলা হয় যে রাজনৈতিক দর্শনের পরিধি রাজনৈতিক তত্ত্বের থেকে ব্যাপক। রাজনৈতিক দার্শনিকরা রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু রাজনৈতিক তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় বিষয়টিকে অনেকে কৃত্রিম বলে সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে দর্শন কে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে তোলা যায় না। রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্র দর্শন উভয়কে নিয়েই রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে ওঠে। লিও  স্ট্রাউস এর মতে দর্শনহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।